তথ্যের মালিক জনগন,তথ্য দিতে হবে স্বতস্ফুর্তভাবে

ইমদাদ ইসলাম

জনৈক আনিছুর রহমান ২৩-০৫-২০২৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ভাইস চ্যান্সেলর ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), আছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ বরাবর ২০২১ ও ২০২২ সালে কোন বিষয়ে কতোজন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে তাদের তালিকা, তাদের নিকট থেকে কি পরিমান বেতন, ভর্তি ফি, সেশন চার্জ, সেমিস্টার ফি, রেজিষ্ট্রেশন ফি, পরীক্ষার ফি, আবাসিক হোস্টেল ফি গ্রহণ করা হয়েছে এবং ২০২১ ও ২০২২ ইং বছরের খাতওয়ারী আয়-ব্যয়ের এর হিসাব বিবরণের তথ্য চেয়ে আবেদন করেন।

নির্ধারিত সময়েরর মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১২-০৭-২০২৩ তারিখে চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), বোর্ড অফ ট্রাস্টি, আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১০০০ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হামিদুর রহমান খান, রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), ১৮-০৭-২০২৩ তারিখে এইউএসটি/এম-১২/রে-১৫৭৫ নম্বর স্মারকমূলে "আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় যা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ দ্বারা এবং নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হওয়ায় এই বিশ্ববিদ্যালয় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আওতাভুক্ত নয়। সেই কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে যে তথ্য চাওয়া হয়েছে তা সরবরাহ করতে বাধ্য নয় এবং শিক্ষার্থীর নাম, তালিকা ও পরিচিতিসহ যে সকল তথ্য চাওয়া হয়েছে আইন অনুযায়ী এই বিশ্ববিদ্যালয় তা জনসম্মুখে প্রকাশ করতে পারে না । এই সমস্ত তথ্য প্রকাশ ব্যক্তিগত গোপনীয়তার লঙ্ঘন। ফলে এই ধরনের তথ্য চাওয়া আইনের পরিপন্থী মর্মে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহে অপরগতার নোটিস প্রেরণ করেন।" পরবর্তীতে অভিযোগকারী কোন তথ্য না পওয়ার করণে ২২-১০-২০২৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরর করেন।

তথ্য কমিশনের গত ০৩-১২-২০২৩ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ১৫-০১-২০২৪ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারি করা হয়। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী এবং প্রতিপক্ষ পক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন।

শুনানীকালে অভিযোগকারী জানান, তিনি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করে তথ্য পাননি, একটি অপারগতার নোটিস পেয়েছেন। প্রতিপক্ষ পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী শুনানীকালে তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় 'কর্তৃপক্ষ' নয়। এটি একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় । উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনানীয়ান্তে প্রতিপক্ষকে লিখিত বক্তব্য দাখিলের জন্য তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেয়া হয় এবং অধিকতর শুনানীর জন্য পরবর্তি ৩১-০১-২০২৪ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারি করা হয় । শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী এবং প্রতিপক্ষ পক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন । শুনানীকালে অভিযোগকারী বলেন, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ২(খ) এর (ই) ও (ঋ) মোতবেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কর্তৃপক্ষ হলেও তিনি তাঁর যাচিত তথ্যসমূহ পাননি ।

শুনানীকালে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী জানান যে, আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়; বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ দ্বারা এবং নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হওয়ায় এই বিশ্ববিদ্যালয় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আওতাভূক্ত নয়। সেই কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে যে তথ্য চাওয়া হয়েছে তা সরবরাহ করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাধ্য নয় এবং শিক্ষার্থীর নাম-তালিকা ও পরিচিতি সহ যে সকল তথ্য চাওয়া হয়েছে আইন অনুযায়ী এই বিশ্ববিদ্যালয় তা জনসম্মুখে প্রকাশ করতে পারে না। এই সমস্ত তথ্য প্রকাশ ব্যক্তিগত গোপনীয়তার লঙ্ঘন হবে। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর Preamble এ এই আইন প্রণয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সন্নিবেশিত না থাকায় ও উক্ত আইন অনুযায়ী বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পৃক্ত না হওয়ায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর Preamble এর চতুর্থ প্যারা উল্লেখপূর্বক কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন যে, উক্ত আইন "যেহেতু সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;" এইরূপ উল্লেখ আছে বিধায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রতিপক্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

উভয়পক্ষের উল্লেখিত বক্তব্যসহ দাখিলি কাগজাদি এবং এতদ্সংক্রান্ত আইনসমূহ তথ্য কমিশন কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায়ান্তে দেখা যায় , তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৩ অনুযায়ী এই আইনের প্রাধান্য ঘোষিত হয়েছে। উক্ত ধারা-৩ এ

উল্লেখ আছে যে, “আইনের প্রাধান্য।-প্রচলিত অন্য কোন আইনের-(ক) তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলি এই আইনের বিধানাবলী দ্বারা ক্ষুণ্ন হইবে না; এবং (খ) তথ্য প্রদানে বাধা সংক্রান্ত বিধানাবলি এই আইনের বিধানাবলির সহিত সাংঘর্ষিক হইলে, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।” এই ধারা-৩ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় , রাষ্ট্রে প্রচলিত অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন তথ্য যাচনা সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রয়োগে বাধা প্রদান করা যাবে না এবং তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে অন্য কোন আইনের অযুহাত প্রদর্শণপূর্বক বাধা প্রদান করা যাবে না। অধিকন্তু “কর্তৃপক্ষ” বলতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-২ (খ)(ই) তে উল্লেখ আছে যে, “কোন আইন দ্বারা বা উহার অধীন গঠিত কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;"। অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন অনুযায়ী কোন ‘সংবিধিবদ্ধ সংস্থা' বা 'প্রতিষ্ঠান' প্রতিষ্ঠিত হলে সেই 'সংবিধিবদ্ধ সংস্থা' বা 'প্রতিষ্ঠান' কে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-২ (খ) অনুযায়ী 'কর্তৃপক্ষ' হিসেবে গণ্য করা হবে এবং তদ্‌ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রয়োগ হবে।

প্রতিপক্ষ পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ কৌশুলী তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর 'লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Preamble)' এর চতুর্থ প্যারার প্রতি কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দাবী করার চেষ্টা করেছেন , যেহেতু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কথা উক্ত 'লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে'র মধ্যে সরাসরি উল্লেখ নেই সেই হেতু এই আইন তাঁর প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এখন জানা আবশ্যক যে-“লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Preamble)” বলতে কী বুঝায় ? কোন আইনে কোন বিধান সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করা থাকলে সেক্ষেত্রে Preamble কে প্রয়োজন অনুযায়ী ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। অধিকন্তু উক্ত Preamble আইনের/ক্ষমতার উৎসও নহে আবার কোন আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেটা বাধা হিসেবেও ব্যবহার করা যায় না। এক্ষেত্রে ‘Constitutional Law of Bangladesh, Third Edition by Mahmudul Islam এর বইটির ৬৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ব্যাখ্যার সহায়তা নেয়া যায়। উক্ত ৬৫ পৃষ্ঠার শুরুতেই উল্লেখ আছে যে, “However, as it is not rocognised as a part of the statute on the ground that it is not enacted in the same way the substantive parts of a statute are enacted, it cannot be used to qualify or cut down the statute if the statute is clear and unambiguous.” এই পৃষ্ঠায় আরো উল্লেখ আছে যে, “It is said that the preamble is neither a source of power. nor a limitation on the enacted provisions of a constitution.” সুতরাং প্রতিপক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ কৌশুলী কমিশন সমীপে যা নিবেদন করেছেন তা তথ্য কমিশনের বিবেচনায় নেওয়ার সুযোগ নেই ।

এছাড়াও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ ‘বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০' (২০১০ সালের ৩৫ নং আইন) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত । এই আইনটি জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত । উক্ত আইনটি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র তথা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকা সরকার কর্তৃক সরাসরি নিয়ন্ত্রিত। ঐ আইনের বিধানসমূহ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে কঠোরভাবে পালন ও মান্য করতে হয়। অন্যথায় যে কোন সময়ে যে কোন অনিয়মের কারণে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র তথা সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিতে পারে। এই বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ‘বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০' অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। এসব কারণে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এই সকল বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২(খ) ধারা অনুযায়ী প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয় ‘কর্তৃপক্ষ' হিসেবে পরিগণিত হবে এবং একই ধারার অর্থাৎ ২(খ) (ই) অনুযায়ী ‘প্রতিষ্ঠান' হিসেবে গণ্য করা যায়। উল্লেখিত কারণে প্রতিপক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ কৌশুলী কর্তৃক উপস্থাপিত যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। উল্লেখিত কারণে তথ্যমূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্যসমূহ 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অনুযায়ী যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে প্রত্যয়নপূর্বক সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয় ।

'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে জনগন এবং কর্তৃপক্ষ উভয়কে সচেতন করতে সরকারী খরচে নানা রকম প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে,যা অন্যকোন আইনের ক্ষেত্রে হয় না।এ আইনে কর্তৃপক্ষকে জনগনের নিকট জবাবদিহী করতে বাধ্য করা হয়েছে।এটা একটি জনবান্ধব আইন।মনে রাখা দরকার তথ্যের মালিক জনগন। কোন অযুহাতেই সরবরাহযোগ্য তথ্য প্রদান থেকে কর্তৃপক্ষ বিরত থাকতে পারবে না।এমনকি তথ্যের অবাদ প্রবাহকে সংকুচিত করা যাবে না।সোহার্দপূর্ণ পরিবেশে স্বত:স্ফূর্তভাবে যৌক্তিক সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান করতে হবে এটাই 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'এর মূল স্পিট।

#

পিআইডি ফিচার